সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৫১তম সংখ্যা, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২২
protiva.ahlehadeethbd.org

৫১তম সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২২

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

♦ **সম্পাদক**
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম

♦ **সহকারী সম্পাদক**
নাজমুন নাঈম

♦ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

■ **সম্পাদকীয়**
✪ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন কর ০২

■ কুরআনের আলো ০৩

■ হাদীছের আলো ০৪

■ প্রবন্ধ
✪ শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা ০৬
✪ ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা ১২

■ হাদীছের গল্প
✪ ধীরে ধীরে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব ১৬

■ এসো দো'আ শিখি ১৭

■ গল্পে জাগে প্রতিভা
✪ উচিত শিক্ষা ১৮

■ কবিতাগুচ্ছ ১৯

■ শিক্ষাঙ্গন
✪ শিশুর শিক্ষা, শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব ২০

■ সোনামণি সংলাপ ২৫

■ বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩০

■ সংগঠন পরিক্রমা ৩১

■ স্মৃতিচারণ ৩৭

■ প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৮

■ ভাষা শিক্ষা ৩৯

■ কুইজ ৩৯

নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন কর

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর মানুষ কিছুই পায়না তার চেষ্টা ব্যতীত' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। প্রিয় সোনামণি! দেখতে দেখতে ২০২১ সাল আমাদের মাঝ থেকে বিদায় হয়ে গেল। কনকনে শীত ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সাথে নতুন বার্তা এবং কর্মের প্রেরণা নিয়ে আমাদের সামনে ২০২২ সাল সমাগত। তোমরা হয়তো কেউ কেউ ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পসন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছ। এতে তোমরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় কর। আর কেউ কেউ হয়তো ভর্তি পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর না পেরে পসন্দের নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারনি। তাই সাধারণ মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছ। এতে মন খারাপ করবে না। বরং ধৈর্যধারণ কর। কেননা তোমাদের কল্যাণ কোথায় আছে তা তোমরা জানো না। বরং আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টি কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয় *(মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)*।

তোমরা যে মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি হও না কেন তা নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করো। বছরের শুরুতে তোমরা নতুন পাঠ্যপুস্তক হাতে পেয়েছ। এখন থেকেই নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন কর। মনে রাখবে, এ পৃথিবীতে চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই সম্ভব নয়। নিয়মিত অনুশীলন ও সাধনার মাধ্যমে অনেক কিছু অর্জন করা সম্ভব। সঠিক নিয়মে পরিশ্রম ও অধ্যয়নের মাধ্যমে তোমরা পৌঁছে যেতে পারো সাফল্যের উচ্চ শিখরে। আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, লেখাপড়া প্রভৃতি সদগুণাবলীর দিক দিয়ে তোমরা সর্বোত্তম অবস্থানে অবস্থান করবে।

সোনামণিদের বছরের শুরুতেই একটি নির্দিষ্ট রুটিন তৈরী করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তোমরা শিক্ষক-শিক্ষিকা, পিতা-মাতা ও বড় ভাইদের সহায়তা নিতে পারো। লেখাপড়ার রুটিনে অবশ্যই তোমরা সময়মত ও নিয়মিত ছালাত আদায়ের বিষয়টি লক্ষ্য রাখবে। কেননা আওয়াল ওয়াক্তে জামা'আতে ছালাত আদায় একজন ছাত্রকে সময়মত সব কাজ সম্পাদন করতে শেখায়। ঐ যে শোন আল্লাহ্র বাণী, নিশ্চয়ই ছালাতকে মুমিনের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরয করা হয়েছে *(নিসা ৪/১০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রথম তাকবীর প্রাপ্তিসহ একাধারে চল্লিশ দিন (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত) জামা'আতে আদায় করবে তার জন্য দু'টি মুক্তিপত্র

লিখে দেওয়া হবে। একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়টি মুনাফিকী থেকে মুক্তি' *(তিরমিযী হা/২৪১)*।

প্রতিদিনের ক্লাসের পড়া প্রতিদিনই তৈরী করবে। নিয়মিত অল্প অল্প করে পড়লে ও লিখলে তা তোমাদের কাছে সহজ মনে হবে ইনশাআল্লাহ। একটি বাবুই পাখি সামান্য পরিমাণে খড়-কুটা ছোট্ট ঠোঁট দিয়ে নিয়মিত জমা করতে থাকে। অবশেষে বড় ও সুন্দর বাসা তৈরী করে আরামে বসবাস করে। তার জীবন থেকে তোমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে পড়ে দেখ বছরের অর্ধেক সময়ে তোমাদের অনেক পড়া হয়ে গেছে। প্রতিদিন ৫টি করে নতুন শব্দ শিখবে ও লিখে রাখবে। বছর শেষে গুণে দেখবে তোমাদের বহু শব্দ আয়ত্তে এসে গেছে। নিজের প্রতিভা দেখে তুমি নিজেই মুগ্ধ হবে। বিদেশী ভাষাসমূহ আয়ত্তের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকর হবে। যা শিখবে তা বন্ধুদের সাথে বাস্তবে প্রয়োগের অভ্যাস করবে।

স্নেহের সোনামণি! আজকের পড়া ও লেখার বিষয়গুলো আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবে না। এক্ষেত্রে একটি প্রবাদ সবসময় মনে রাখবে 'আজকা কাম কাল পার না ডাল' অর্থাৎ 'আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রেখ না'। লেখাপড়ার বিষয়গুলো নিয়মিত অনুশীলন না করলে তোমার উপর এক সময় তা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। ফলে পরীক্ষার সময় একসাথে সবকিছু আয়ত্ত করা সম্ভব হবে না। এতে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে সকলের সামনে লজ্জিত হবে। নিয়মিত কুরআন-হাদীছ ও পাঠ্যবিষয় অধ্যয়ন করা আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল সমূহের অন্যতম। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট প্রিয় নেক আমল হল যা নিয়মিত করা হয়। যদিও তা কম হয়' *(বুখারী হা/৬৪৬৫; মিশকাত হা/১২৪২)*। প্রত্যেকেই শুরুতে দো'আ পড়ে লেখাপড়া শুরু করবে। অতঃপর প্রথমে কুরআন মাজীদের কিছু অংশ তেলাওয়াত করবে। তাহলে যে ঘরে লেখাপড়া করবে তা আল্লাহ্র রহমতে ভরপুর থাকবে এবং তোমার কাছ থেকে শয়তান পলায়ন করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের বাড়িঘরকে কবরস্থানে পরিণত করো না। নিশ্চয় শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা হয়' *(মুসলিম হা/ ৭৮০)*।

অতএব হে সোনামণি! আগামী দিনে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে নিয়মিত অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তোল। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য

১. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُوْنَ-

১. 'বলে দাও যে, আমার প্রভু আমাকে ন্যায়ের আদেশ দিয়েছেন। অতএব প্রত্যেক ছালাতে তোমাদের চেহারাকে কা'বার দিকে নিবদ্ধ রাখ এবং পূর্ণ আনুগত্য সহকারে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাক। (মনে রেখ) তোমরা সেভাবে (আমার নিকট) ফিরে আসবে, যেভাবে তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল' *(আ'রাফ ৭/২৯)*।

২. هُوَ الْحَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

২. 'তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা তাঁকে ডাক একনিষ্ঠভাবে। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক' *(মুমিন ৪০/৬৫)*।

৩. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ-

৩. 'বল, আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আল্লাহ্র ইবাদত করি একনিষ্ঠভাবে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সহকারে এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম হই' *(যুমার ৩৯/১১-১২)*।

٤. وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-

৪. 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হল সরল দ্বীন' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৪-৫)*।

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য

১. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

১. 'ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি যার জন্য নিয়ত করবে সে তাই পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজররত করবে তার হিজরত সে দিকেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যার দিকে সে হিজরত করেছে' *(বুখারী হা/১)*।

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

২. 'আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আতের সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠচিত্তে ও হৃদয় দিয়ে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৭৪)*।

৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

৩. 'আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠচিত্তে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে। এমনকি আরশ পর্যন্ত এর নেকী পৌঁছানো হবে; যদি সে কাবীরা গোনাহসমূহ থেকে বিরত থাকে' *(তিরমিযী হা/৩৫৯০)*।

٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

৪. 'আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের চেহারা ও ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না; বরং তিনি মানুষের অন্তর ও আমলের দিকে দৃষ্টি দিবেন' *(মুসলিম হা/৬৭০৮; মিশকাত হা/৫৩১৪)*।

শিশু-কিশোরদের চরিত্র গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের ভূমিকা

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

গুণাবলী ১০টি :

'সোনামণি' সংগঠনের রয়েছে ১০টি গুণাবলী, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নির্ণিত হয়েছে। যথা-

১. জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

২. পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী এবং পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

৩. ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

৪. মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালোভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

৫. নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

৬. সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

৭. বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

৮. আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

৯. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

১০. দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

এগুলো অনুসরণ করলে শিশু-কিশোরসহ সকল শ্রেণীর মানুষের চরিত্র উন্নত হবে ইনশাআল্লাহ। নিম্নে গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হল।-

১. জামা'আতের সাথে আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা :

ছালাত ইসলামের শ্রেষ্ঠ ইবাদত যা ৭ বছর বয়স থেকেই আদায়ের অভ্যাস করতে হয়। কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হলে তার সমস্ত হিসাব সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাব বেঠিক হলে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*। তাই সোনামণিদের ছোট থেকেই ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত হতে হবে। কেননা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ে অধিক ছওয়াবে অধিকারী ও সময়ানুবর্তী হওয়া যায়। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً 'একাকী ছালাত করার চেয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করায় ২৭ গুণ বেশি ছওয়াব রয়েছে' *(বুখারী হা/৬৪৫)*। অপর বর্ণনায় ২৫ গুণ বেশি ছওয়াবের কথা রয়েছে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৭০২, ১০৫২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অলসতাবশতঃ জামা'আতে অনুপস্থিত ব্যক্তিদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, আমার মন চায় আযান হওয়ার পরেও যারা জামা'আতে আসে না, ইমামতির দায়িত্ব কাউকে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে আসি' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৩)*।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য ৪০ দিন তাকবীরে ঊলা সহ জামা'আতে ছালাত আদায় করল, তার জন্য দু'টি মুক্তি লেখা হয়। একটি হল জাহান্নাম হতে মুক্তি। অপরটি হল নিফাক্ব হতে মুক্তি' *(তিরমিযী হা/২৪১; মিশকাত হা/১১৪৪)*।

আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 'নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হয়েছে *(নিসা ৪/১০৩)*।

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَىُّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ 'কোন আমলটি আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা। তিনি বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। তিনি আবার বললেন, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা' *(বুখারী হা/৫২৭; মিশকাত হা/৫৬৮)*।

উম্মু ফারওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا 'একদা নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(তিরমিযী হা/১৭০; মিশকাত হা/৬০৭)*।

২. পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী এবং পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা :

সালাম আরবী শব্দ যার অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, বিপদাপদ বা দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকা। ইসলামে সম্ভাষণ রীতি হল পরস্পরকে সালাম করা। আল্লাহ্র অপর নাম 'সালাম'। জান্নাতকে বলা হয় 'দারুস সালাম' (শান্তির গৃহ)। জান্নাতীদের পরস্পর সম্ভাষণের মাধ্যম হল সালাম। আল্লাহ বলেন, دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ 'সেখানে (জান্নাতে) তাদের প্রার্থনা হবে, 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ' এবং পরস্পরের সম্ভাষণ হবে 'সালাম'। ইসলাম শব্দটি 'সালাম' থেকে এসেছে। ইসলামের অনুসারীকে বলা হয় মুসলিম বা মুসলমান। অতএব মুসলমানের জীবন ও সমাজ 'সালাম' তথা শান্তি দ্বারা পূর্ণ। তার জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে পরকালে দারুস সালামে প্রবেশ করা। অতএব মুসলিম সমাজে কেবলই থাকে সালাম আর সালাম অর্থাৎ শান্তি আর শান্তি। এই সম্ভাষণ দ্বারা মুসলমান তার পক্ষ হতে আগন্তুক ব্যক্তিকে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৭৩)*।

মুসলমান বাড়িতে প্রবেশকালে সালাম দিলে তার বাড়ি রহমত ও বরকতে ভরপুর থাকে। তাই সোনামণিরা যখন বাড়িতে প্রবেশ করবে তখন সালাম প্রদান করবে। এই সদগুণ অর্জনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً 'অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন তোমরা পরস্পরে সালাম করবে। এটি আল্লাহ্র নিকট হতে প্রাপ্ত বরকমণ্ডিত ও পবিত্র অভিবাদন' *(নূর ২৪/৬১)*।

সালাম জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ 'তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না মুমিন হবে। আর ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলব না, যা করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। তাহল তোমাদের মাঝে সালামের প্রচলন কর' *(মুসলিম হা/৫৪; মিশকাত হা/৪৬৩১)*।

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের যে ছয়টি হক রয়েছে তার অন্যতম হল দেখা হলে সালাম প্রদান করা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ 'এক মুমিনের উপর অপর মুমিনের ছয়টি হক রয়েছে। যথা-১. যখন যে রোগে আক্রান্ত হবে তখন তার সেবা করবে ২. সে মৃত্যু বরণ করলে তার জানাযা ও দাফন-কাফনে উপস্থিত থাকবে ৩. দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করবে ৪. সাক্ষাত হলে সালাম দিবে ৫. হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে ৬. উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল অবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবে' *(নাসাঈ হা/১৯৩৮; মিশকাত হা/৪৬২৯)*।

কে কাকে সালাম প্রদান করবে এ বিষয়ে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ 'আরোহী পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি

বসা ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম প্রদান করবে' *(বুখারী হা/৬২৩২; মিশকাত হা/৪৬৩২)*। অপর বর্ণনায় রয়েছে, ছোটরা বড়দেরকে সালাম প্রদান করবে *(বুখারী হা/৬২৩৪; মিশকাত হা/৪৬৩৩)*। তবে বড়রাও ছোটদেরকে সালাম প্রদান করতে পারবেন। বরং ছোটদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের আগে সালাম দেওয়া ভালো। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল বালকের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন' *(বুখারী হা/৬২৪৭; মিশকাত হা/৪৬৩৪)*।

কোন বৈঠকে আসলে সালাম দিয়ে আসতে হবে এবং চলে যাওয়ার সময় সালাম দিয়ে বিদায় নিতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ 'তোমাদের কেউ যখন কোন বৈঠকে উপস্থিত হয় সে যেন সালাম দেয় এবং যদি বসার প্রয়োজন হয় তাহলে বসে পড়বে। অতঃপর যখন চলে যাওয়ার জন্য দাঁড়ায় তখনও সে যেন সালাম দেয়। কেননা প্রথমবারের সালাম দ্বিতীয়বারের সালামের চেয়ে উত্তম নয় (উভয় সালামই মর্যাদার দিক দিয়ে সমান)' *(তিরমিযী হা/২৭০৬; মিশকাত হা/৪৬৬০)*।

অন্য বর্ণনায় বিদায় নেওয়ার সময় হাতে হাত দিয়ে মুছাফাহা করতঃ দো'আ নিয়ে বিদায় নেওয়ার কথা এসেছে। অনেকে শুধু পরিচিত লোককে সালাম দেয়; কিন্তু অপরিচিত লোক সালাম দেয় না। অথচ পরিচিত -অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়াই সুন্নাত সম্মত বিধান। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করল, أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ 'ইসলামে কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি অন্যকে খাওয়াবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে' *(বুখারী হা/২৮; মিশকাত হা/৪৬২৯)*।

সোনামণিরা! তোমরা একাধিকবার অপররের সাথে সাক্ষাত হলে সালাম দিতে লজ্জাবোধ করবে না। বরং কোন গাছ, দেওয়াল বা পাথরের আড়াল পেরিয়ে দেখা হলে পুনরায় পরস্পরে সালাম দিবে *(আবুদাঊদ হা/৫২০০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকটে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যিনি প্রথমে সালাম দেন' *(তিরমিযী হা/২৬৯৪; মিশকাত হা/৪৬৪৬)*।

সালাম প্রদান করতে হবে اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ *'আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্ল-হ'*। অর্থ : 'আপনার (বা আপনাদের) উপর শান্তি ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক' বলে। আর জওয়াবে বলবে- وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُـهُ *'ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া* রহমাতুল্ল-হি ওয়া বারাকা-তুহূ'। অর্থ: 'আপনার (বা আপনাদের) উপরেও শান্তি এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক'। 'আসসালা-মু আলায়কুম' বললে ১০ নেকী, 'ওয়া রহমাতুল্ল-হ' যোগ করলে ২০ নেকী এবং 'ওয়া বারাকা-তুহূ' যোগ করলে ৩০ নেকী পাবে *(তিরমিযী হা/২৬৮৯; মিশকাত হা/৪৬৪৪)*। *'ওয়া মাগফিরাতুহূ'*- যোগ করার হাদীছটি 'যঈফ' *(আবুদাঊদ হা/৫১৯৬; মিশকাত হা/৪৬৪৫)*।

অনেকে বক্তব্যের শুরুতে বিভিন্ন সম্বোধনের পর সালাম দিয়ে থাকে যা সুন্নাত সম্মত নয়। বরং সোনামণিরা কথা বলার পূর্বে সালাম দিবে' *(তিরমিযী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৪৬৫৩)*। জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, لَا تُؤْذَنُوا لِمَـنْ لَـمْ يَبْـدَأْ بالسـلام 'যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে শুরু করে না, তাকে অনুমতি দিয়ো না' *(বায়হাক্বী- শু'আব; মিশকাত হা/৪৬৭৬)*।

সালাম দিয়ে মুছাফাহা করা গুনাহ মাফের অন্যতম মাধ্যম। মুছাফাহা : অর্থ পরস্পরের হাতের তালু মিলানো। মুছাফাহার সময় একে অপরের ডান হাতের তালু মিলিয়ে করমর্দন করতে হয়। ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে মুছাফাহা করতেন *(বুখারী হা/৬২৬৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল শুভ কাজ ডান হাত দিয়ে করা পসন্দ করতেন' *(বুখারী হা/৪২৬)*। দুইজনের চার হাত মিলানো ও বুকে হাত লাগানোর প্রচলিত প্রথা সুন্নাত বিরোধী আমল *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ২৭৬)*। সাক্ষাতকালে মাথা ঝুঁকানো, বুকে জড়িয়ে ধরা, কোলাকুলি করা, হাতে বা কপালে চুমু খাওয়া নয়, কেবল সালাম ও মুছাফাহা করবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৭০২)*। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا 'দু'জন মুসলমান সাক্ষাতকালে যখন পরস্পরে মুছাফাহা করে, তখন তাদের উভয়কে ক্ষমা করা হয়, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয় *(আবুদাঊদ হা/৫২১২)*। হাতে চুমু খাওয়া ও পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ 'যঈফ' *(তিরমিযী হা/২৭৩৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৪-০৫)*।

[চলবে]

ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে সময়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সময় মূল্যায়নের গুরুত্ব :

১. এক বছরের গুরুত্ব :

দুই বন্ধু ২০১৯ সালে দাখিল পরীক্ষার্থী ছিল। একজন ভালোভাবে পড়াশুনা করত। অন্যজন অবহেলা আর আলসেমী করে সময়ের অপচয় করত। ভালোভাবে পড়াশুনা করা ছাত্রটি দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ 5 পেয়ে আলিমে ভর্তি হয়। আর অলস ছেলেটি পরীক্ষায় ফেল করে সে শ্রেণীই থেকে যায়। জীবনে কি আর কখনো ঐ ছাত্রের জন্য হারানো বছর ফিরে আসবে? প্রতি বছর আমি নতুন কী কী শিখলাম ও জানলাম তার হিসাব নিজেকেই মিলাতে হবে।

২. এক মাসের গুরুত্ব :

এক মাস আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। মানুষ দুনিয়ায় যত কাজ করে তার বেতন-ভাতাদির নির্ধারিত হয় মাসের হিসাবে। মহান আল্লাহ নিজেই বছরে বারোটি মাস নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই আল্লাহ্র বিধানে মাসসমূহের গণনা হল বারোটি। যার মধ্যে চারটি মাস হল 'হারাম' (মহা সম্মানিত)। এটিই হল প্রতিষ্ঠিত বিধান। অতএব এ মাসগুলোতে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না' *(তাওবা ৯/৩৬)*।

১২ মাসের মধ্যে পবিত্র রামাযান অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের প্রশিক্ষণের মাস। সময়ের গুরুত্ব প্রদান ও চরিত্র গঠনের জন্য এ মাসের প্রশিক্ষণ আমাদের জীবনের সফলতা এনে দেয়। আল্লাহ বলেন, 'রামাযান হল সেই মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। যা মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

এক মাসের মূল্যায়ন : জনৈক ব্যক্তি মাল্টিমিডিয়া কোম্পানীতে সামান্য মাসিক বেতনে কেরানী পদে চাকরী করে। দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে ছেলে-মেয়েদের মাসিক পড়াশুনার খরচ ও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করেন। করোনা মহামারীর কারণে হঠাৎ করে কোম্পানীটি নিয়মিত কর্মচারীদের মাসিক বেতন পরিশোধ করতে পারছে না। ফলে ঋণ করে তিনি পরিবারের খরচ বহন করছেন। এই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে বুঝতে পারছেন এক মাসের মূল্য কত?

৩. এক সপ্তাহের মূল্যায়ন :

যে ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে এক সপ্তাহ চিকিৎসার পর মোটামুটি সুস্থ হয়ে সপ্তাহ শেষে বাসায় ফিরেন, তিনিই বুঝেন এক সপ্তাহের মূল্য কত?

৪. এক দিনের গুরুত্ব :

আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ। লেখাপড়া, চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ইত্যাদি সহ আমাদের সকল প্রকার ইবাদত যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জ দিন-রাতের সাথে সম্পৃক্ত।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একাধিক স্থানে দিন-রাতের কসম খেয়েছেন এবং গুরুত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ বলেন, 'শপথ রাত্রির যখন তা আচ্ছন্ন করে, এবং শপথ দিবসের যখন তা প্রকাশিত হয়' *(লায়েল ৯২/১-২)*। এখানে রাত্রি ও দিবসের শপথ করার মাধ্যমে এ দু'টির গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আমরা দিবাবাত্রীকে অলসভাবে অতিবাহিত করছি। আল্লাহ বলেন 'তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন আমরা তোমার থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ' *(ক্বাফ ৫০/২২)*। রাত্রির আচ্ছন্ন করা এবং দিবসের আলোকিত হওয়ার শপথ করে আল্লাহ এই দুয়ের কল্যাণকারিতার বিষয়ে চিন্তা-গবেষণার প্রতি যেমন বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তেমনি দুনিয়ায় নেক আমলের মাধ্যমে আখেরাতে মুক্তি হাছিলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন *(তাফসীরুল কুরআন, ৩০তম পারা, ৩২৭-৩২৮ পৃ.)*।

এক দিনের মূল্যায়ন : (ক) একজন ছিয়াম পালনকারী বুঝতে পারেন এক দিনের কত মূল্য। ছুবহে ছাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত না খেয়ে থেকে সে অভাবী ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। দরিদ্র, অভাবী ও অসহায় মানুষের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে প্রকৃত ছিয়াম পালনকারীর অনুভূতি অবশ্যই পরিবর্তন হবে ইনশাআল্লাহ।

(খ) একজন দিন মজুর সারাদিন পরিশ্রম করে যে অর্থ পান তা দিয়ে তার পরিবার ও সন্তানদের মুখে আহার তুলে দেন। একদিন কাজ না পেলে অথবা পরিশ্রমের অর্থ না পেলে সেই বুঝেন এক দিনের মূল্য কত?

৫. এক ঘণ্টার গুরুত্ব : এক ঘণ্টা আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক ঘণ্টা সময়ে আমরা সুন্দর করে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে পারি। আমাদের দুনিয়াবী জীবনে সমস্ত কাজের হিসাব-নিকাশ ঘণ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকি। যেমন : ১. একজন চাকুরীজীবি প্রতিদিন তার অফিসে ৮ ঘণ্টা

দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে বেতন ভাতা পেয়ে থাকেন। ২. একজন শ্রমিকের মজুরীও ঘণ্টার হিসাবে নির্ধারণ হয়ে থাকে।

এক ঘণ্টার মূল্যায়ন : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর দু'জন ছাত্র খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ছুটির দিনে এক বন্ধু অন্যজনকে বলল, বন্ধু তুমি আম চত্বরে বিকাল ৪-টার সময় পৌঁছবে। একজন ঠিক ৪-টার সময় উপস্থিত হয়ে অপেক্ষার প্রহর গুণছে। আর অন্যজন সেখানে উপস্থিত হল বিকাল ৫-টায়। অপেক্ষমান বন্ধুটি বুঝল এক ঘণ্টা মূল্য কত?

৬. এক মিনিটের গুরুত্ব :

এক মিনিট আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সময়। এক মিনিটে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। এক মিনিটে সালাম, মুছাহাফা ও সদালাপ করা যায়।

(ক) সূরা ইখলাছ : এক মিনিটে সূরা ইখলাছ সুন্দরভাবে ৩ বার পাঠ করা যায়। ফলে ১ বার সম্পূর্ণ কুরআন খতমের নেকী অর্জন করা সম্ভব *(মুসলিম হা/৭৩৭৫)*।

(খ) কালেমায়ে ত্বইয়েবাহ : এক মিনিটে ২৫ বার কালেমায়ে ত্বইয়েবাহ পাঠ করা যায়। যা সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর ও পাঠকারীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান হবে, যে তার অন্তর থেকে 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলেছে' *(বুখারী হা/৬৫৭০; মিশকাত হা/২৩০৬)*।

(গ) কালেমায়ে শাহাদাত : কালেমায়ে শাহাদাত এক মিনিটে ১৫ বার এবং কালেমায়ে তাওহীদ সুন্দরভাবে ১০ বার পাঠ করা যায়। ১০ মিনিট সময় ব্যয় করে ১০০ বার কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এ দো'আটি ১০০ বার পাঠ করবে সে দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাবে। তার জন্য একশটি নেকী লেখা হবে এবং একশটি গুনাহ মিটিয়ে ফেলা হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হতে নিরাপদে থাকবে। কোন লোক তার চেয়ে উত্তম ছওয়াবের কাজ করতে পারবে না। তবে ঐ ব্যক্তি সক্ষম হবে, যে এর চেয়ে ঐ দু'আটির আমল বেশি পরিমাণ করবে' *(বুখারী হা/৩২৯৩; মিশকাত হা/২৩০২)*।

(ঘ) কালেমায়ে তামজীদ : কালেমায়ে তামজীদ প্রতি মিনিটে ১০ বার পড়া যায়। যা আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তা হল ১. সুবহা-নাল্লা-হ ২. আল - হামদুলিল্লা-হ ৩. লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ ও ৪. আল্লাহু আকবার *(মুসলিম হা/২১৩৭)*।

এক মিনিটের মূল্যায়ন : জনৈক ব্যক্তি তার পরিবার ও ব্যাগপত্র সহ অনেক কষ্ট করে ট্রেন স্টেশনে পৌঁছে দেখল মাত্র এক মিনিট আগে ট্রেনটি ছেড়ে চলে

গেছে। মাত্র এক মিনিট সময়ের কারণে ট্রেনটি মিস করে লোকটি হাড়ে হাড়ে অনুভব করল এক মিনিটের মূল্য কত?

৭. এক সেকেন্ডের গুরুত্ব :

আমাদের জীবনে এক সেকেন্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এক সেকেন্ডের এক্সিডেন্টে ঘটতে পারে আমাদের মৃত্যু। মৃত্যুর সময় ও স্থান আমাদের কারও জানা না থাকলেও মহান আল্লাহ তা সুনির্দিষ্ট করে রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যখন তাদের সময়কাল এসে যাবে তখন তারা সেখান থেকে এক মুহূর্তে পিছাতেও পারবে না আগাতেও পারবে না' *(নাহল ১৬/৬১)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, 'পৃথিবীতে মুসাফির বা পথযাত্রীর ন্যায় জীবন-যাপন কর আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে কর' *(ইবনু মাজাহ হা/৪১১৪; মিশকাত হা/৫২৭৪)*।

ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র নিকট জীবনের প্রতি সেকেন্ডের হিসাব দিতে হবে। এক সেকেন্ডের ভালো আমল সুব-হানাল্ল-হ, আল-হামদুলিল্লা-হ, আল্লাহু আকবার মুমিনের জীবনে অনেক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

এক সেকেন্ডের মূল্যায়ন : জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান। হঠাৎ ট্রেন এসে গেল। মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য এক ছেলে প্রাণে রক্ষা পেল। মহান আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এই ছেলেটি বুঝে এক সেকেন্ডের মূল্য কত?

উপসংহার :

দুনিয়ায় এই সুন্দর মায়াবী জীবন পরীক্ষার জন্য আমাদের আয়ুষ্কাল কিছু সময়ের সমীকরণ মাত্র। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, Time and Tide wait for none 'সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না'। সময় সকল প্রকার ধন-সম্পদ এমন কি সোনার চাইতেও দামী এবং হিরকের চেয়েও মূল্যবান। সময় একবার চলে গেলে আর কখনো ফিরে আসে না। ধন-সম্পদ, স্বর্ণ ও হিরক হারিয়ে গেলেও তা পুনরায় অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু সময় চলে গেলে তা আর ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। সময় সর্বদা তার নির্দিষ্ট গতিতে চলে। রাতের পরে দিন আর দিনের পরে রাত এভাবে সপ্তাহ, মাস, বছর, যুগ, শতব্দীর পর শতাব্দী অবিরত গতিতে চলছে। চলবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত। প্রতি দিন ঘড়ির কাঁটার টিক টিক শব্দের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন থেকে আয়ুষ্কাল হারিয়ে যাচ্ছে। তাই সোনামণিরা সময় অপচয় না করে যথাযথভাবে কাজে লাগাও। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

ধীরে ধীরে ছালাত আদায়ের গুরুত্ব

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
সোনামণি পরিচালক, সাতক্ষীরা।

ছালাত ধীরে ধীরে আদায় করতে হবে। তাড়াহুড়ো করা যাবে না। ছালাতের যাবতীয় নিয়ম-কানুন যেমন সুন্দরভাবে দাঁড়ানো, রুকূ, সিজদা, দুই সিজদার মাঝে বসা ইত্যাদি ধীরে ধীরে আদায় করতে হবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করল। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের এক কোণে বসে ছিলেন। অতঃপর লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম প্রদান করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ওয়া আলায়কাস্ সালা-ম' বলে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি যাও, আবার ছালাত আদায় কর। তুমি ছালাত আদায় করনি। সে ফিরে গিয়ে আবার ছালাত আদায় করল। অতঃপর এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম প্রদান করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, 'ওয়া আলায়কাস্ সালা-ম। অতঃপর বললেন, ফিরে যাও, পুনরায় ছালাত আদায় কর। তুমি ছালাত আদায় করনি।

এরপর তৃতীয়বার লোকটি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে (ছালাত আদায়ের নিয়ম) শিখিয়ে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যখন ছালাত আদায় করতে ইচ্ছা করবে প্রথম ভালোভাবে ওযূ করবে। অতঃপর ক্বিবলার দিকে দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বলবে। অতঃপর কুরআন থেকে যা পড়া তোমার পক্ষে সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকূ করবে। রুকূতে প্রশান্তি র সাথে থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে। সিজদাতে স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠিয়ে স্থির হয়ে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় সিজদা করবে। সিজদায় স্থির থাকবে। আবার মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে তুমি তোমার সমস্ত ছালাত আদায় করবে' *(বুখারী হা/৬২৫১; মুসলিম হা/৩৫৭; মিশকাত হা/৭৯০)*।

শিক্ষা :

১. নবীকে অনুসরণ করে তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করতে হবে।

২. কোন বিষয়ে না জানা থাকলে জেনেই আমল করতে হবে।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

১৩. বাড়ি থেকে বের হওয়ার দো'আ :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ-

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি।

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি), আল্লাহ্র উপর ভরসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও শক্তি নেই' *(তিরমিযী হা/৩৪২৬; মিশকাত হা/২৪৪৩)*।

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখনই আমার ঘর হতে বের হতেন আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা 'আলাইয়া।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া বা বিপদগামী করা, অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হতে' *(আবুদাঊদ হা/৫০৯৪; মিশকাত হা/২৪৪২)*।

১৪. বাড়িতে প্রবেশের দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا-

উচ্চারণ : *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাল মাওলিজি ওয়া খাইরাল মাখরাজি, বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজনা ওয়া আলাল্লা-হি রাব্বিনা তাওয়াক্কাল্না।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। আল্লাহ্র নামেই আমরা প্রবেশ করি ও বের হই। আমাদের প্রভু আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম'। অতঃপর পরিবারের লোকদের প্রতি সালাম দিতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৫০৯৬; মিশকাত হা/২৪৪৪)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ৭২)।

উচিত শিক্ষা

আব্দুল্লাহ আল-মামূন
রাজশাহী।

এক গ্রামে দুই বন্ধু সাজিদ ও নাছির বাস করত। তাদের মধ্যে এমন গভীর বন্ধুত্ব ছিল যে, তারা একজন অন্যজনকে না দেখে থাকতে পারত না। তাছাড়া তারা পরস্পরকে অত্যন্ত বিশ্বাস করত। একদিন সাজিদ ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে কয়েক মাসের জন্য অন্য এক শহরে রওয়ানা দিল। এ সময় সে নাছিরের কাছে একটি লোহার সিন্দুক রেখে গেল।

কয়েক মাস পরে সে শহর থেকে ফিরে এলো। অতঃপর তার লোহার সিন্দুকটি নাছিরের কাছ থেকে ফেরত চাইল। কিন্তু নাছির তাকে বলল, তোমার সিন্দুকটি উইপোকায় খেয়ে ফেলেছে। সাজিদ নাছিরকে কিছু না বলে মনে কষ্ট নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো। সে তাকে একটা উচিত শিক্ষা দেবে বলে ঠিক করল এবং উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ একদিন সাজিদ নাছিরের ছেলেকে একটি খোলা মাঠে একা একা খেলা করতে দেখল। এ সময় সে নাছিরকে উচিত শিক্ষা দেওয়া সুযোগটি কাজে লাগানো চেষ্টা করল। সে নাছিরের ছেলেকে ধরে নিয়ে আড়াল করে রাখল। আর ছেলেটি যাতে ভয় না পায় সে জন্য তাকে সান্ত্বনা দিল। এদিকে নাছির তার ছেলেকে খুঁজে হয়রান হয়ে গেল। কোথাও খুঁজে না পেয়ে বন্ধু সাজিদের কাছে এসে বলল, ভাই আমার ছেলেকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। নাছির বলল, তোমার ছেলেকে চিলে নিয়ে গেছে। সাজিদ বলল, ভাই এই বিপদ মুর্হূতে তুমি আমার সাথে মজা করছ! সাজিদ বলল, আমি কেন তোমার সাথে জমা করব? লোহার সিন্দুক যদি ইউপোকাতে খেতে পারে, তাহলে কেন তোমার ছেলেকে চিলে নিয়ে যেতে পারবে না। নাছির তার ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে বন্ধুর কাছে ক্ষমা চাইল ও তার লোহার সিন্দুকটি ফেরত দিল। সাজিদ বন্ধুকে ক্ষমা করে দিয়ে তার ছেলেকে ফেরত দিল।

শিক্ষা :

১. আমানতের খেয়ানত করা মহাপাপ।

২. ভুল করে কেউ ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা উচিত।

কবিতা গুচ্ছ

সংকল্প

মুহাম্মাদ মুবাশ্বিরুল ইসলাম, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমরা কচিকাঁচা
আমরা সোনামণি,
এক আল্লাহ্র ইবাদত করি
তারই বিধান মানি।
মোদের প্রভু নিরাকার নন
আকার আছে তার
তারই কাছে নত করি মাথা
সিজদা করি বারবার।
মাটির তৈরী ছিলেন
মোদের রাসূলে পাক,
নূরের তৈরী ভুল ধারনা
সকলের ঘুচে যাক।
ছহীহ আক্বীদার পথিক মোরা
কবুল কর দয়াময়
ঈমানী দিপ্তী দাও হে প্রভু
হৃদয় কর আলোকময়।
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোরা
আঁকড়ে রাখব ধরে
বিপথগামী হবনা কভু
যাই যদিও মরে।
এই হল সংকল্প মোদের
কবুল কর প্রভু মহান
শেষ বিচারে ক্ষমা করে মোদের
জান্নাত করিও দান।

নির্যাতিত শিশু

আব্দুস সাত্তার মণ্ডল
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

দেশের সকল জ্ঞানী গুণী
সবার একই কথা,
শিশুশ্রম দেখে আমরা
প্রাণে পাই ব্যথা।
সকল শিশুর পিতা-মাতা
আশায় বাঁধে বুক,
শিক্ষা দীক্ষায় বড় হবে
আসবে তাতে সুখ।
কল-কারখানায় রাখে কাজে
কিংবা কারো বাসা,
দারিদ্রতায় গ্রাস করে
নেয় পিতা-মাতার আশা।
দায়িত্ব সবার খুঁজে তাদের
বাহির করে নেওয়া,
সকল প্রকার ব্যবস্থা নিয়ে
পড়ার সুযোগ দেওয়া।
বাসা বাড়ির সকল কাজে
রাখেন ছেলে-মেয়ে
দিবাবাত্রী শ্রম দিতে হয়
স্বল্প মুজুরী নিয়ে।
নির্যাতন পাচারকারীর
স্বীকার কেহ হয়,
হৃদয় ফাটে পিতা-মাতার
বিচার নাহি পায়।
ফাঁসি দিলে তবে তাদের
উচিত বিচার হবে,
শিশু নির্যাতন দেশ থেকে
মুক্তি তবেই পাবে।

শিশুর শিক্ষা, শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব

মা'ছূম বিল্লাহ
সাবেক শিক্ষক, রাজউক কলেজ, ঢাকা।

বিশ্বজুড়ে বিশাল অপার সম্ভাবনার নাম মানবশিশু। এই সম্ভাবনাকে সম্পদে পরিণত করার জন্য একান্ত প্রয়োজন শিশুর বিকাশ ও সুশিক্ষা। শিশুকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিশুর বিকাশে প্রয়োজন শিশুবান্ধব শিক্ষা, শিশুবোধক বই ও শিশুতোষ শিক্ষা উপকরণ। শিশুর মনের উৎকর্ষ সাধনই শিশু বিকালের মূল কথা। শিশুবোধক বই শিশুকে আকৃষ্ট করে, পঠনে অভ্যস্ত করে। পঠনদক্ষতা শিশুর শিক্ষা বিকাশের জন্য আবশ্যক।

শিশুবিজ্ঞানে শিশুর শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। যথাযথ শিক্ষা ছাড়া শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব নয়। শিশুর কল্পনাশক্তি অসাধারণ, কারণ শিশু উন্মুক্ত চিন্তা করতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে নিঃসংকোচে। এই চিন্তা করার শক্তিই রঙিন কল্পনার গোড়ার কথা। শিশুর পঠনদক্ষতা শিশুকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলে, শিক্ষাকে প্রসারিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে কল্পনাশক্তির বিকাশ না ঘটলে চিন্তাশক্তি কমে যায়।

শিশু প্রতিনিয়ত শেখে। কারণ জীবনধারনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, নিজের চেষ্টায় এবং অন্যের সহযোগিতায় শিশুকে সবকিছু ক্রমে ক্রমে রপ্ত করতে হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সম্পৃক্ত হওয়ার আগে শিশুবোধক বিভিন্ন পরিচিতি মূলক বিষয় যেমন : ফুল, ফল, বইখাতা, রং-তুলি নানাবিধ জিনিসপত্রের ছবির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সর্বোপরি পড়ে শুনানো এবং বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যরূরী। এই বর্ণ পরিচিতির মধ্য দিয়ে শিশু পড়ার অভ্যাস রপ্ত করে। এই অভ্যাস থেকেই গড়ে ওঠে পঠন অভ্যাস। সেই অভ্যাস থেকেই ধীরে ধীরে পঠনদক্ষতা বাড়ে এবং এই দক্ষতাই শিশুকে পড়ার প্রতি আকৃষ্ট করে, জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। শিশুর চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে তাদের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে যে শিক্ষার আয়োজন করা হয়, তাই শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা। এ ধরনের শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীরা যাতে হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে সহজে ও আনন্দচিত্তে শিক্ষার বিষয়বস্তু আয়ত্ব করতে পারে।

ভালো লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষকদের যা যা করা উচিত :

(ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা (খ) কিভাবে লিখতে হবে তার নিয়মগুলো জানানো (যেমন শব্দ গঠন, সঠিক শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি)। (গ) লেখার অনুশীলন প্রদান (ঘ) শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে গঠনমূলক মতামত প্রদান করা। (ঙ) ভালো লেখা খাতাগুলো অন্যদের পড়ে শুনিয়ে কেন ভালো তা ব্যাখ্যা করা (চ) দুর্বল লেখার দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে কিভাবে তা উতরে যেতে হবে তা বলে দেওয়া। (ছ) ক্লাসে নিয়মিত লেখার অনুশীলন করানো এবং সর্বদাই সবকিছুতে উৎসাহ প্রদনা করা। শিক্ষক যদি নিয়মিত প্রেরণা দেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা তাদের লেখার উন্নতি করার চেষ্টা করবে এবং নিয়মিত প্রচেষ্টা চলতে থাকবে। ভালো লেখার জন্য শিক্ষার্থীদের যথাযথ পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করতে হবে। যখন শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের দক্ষতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া জানাতে পারবে, তখন কিভাবে তা আরও উন্নত করা যায় তা নিয়ে ভাববে এবং ভবিষ্যতে আরো ভালো করার চেষ্টা করবে। এ কৌশলগুলো সংগঠিত করে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল করায় উদ্ধুদ্ধ করতে পারে।

শিক্ষকদের নিজেদের লেখার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যা যা করা প্রয়োজন :

(ক) লেখার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে লিখতে হয় না, পড়তে হয়। নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের লেখা যেমন একাডেমিক, কবিতা, বিজ্ঞান, কথাসাহিত্য, সাধারণ গদ্য ইত্যাদি পড়লে শব্দের সঠিক ব্যবহার, প্রতিশব্দ, বাক্য গঠন সম্পর্কে ভালো ধারণা জন্মে। তাই তাদের প্রচুর পড়তে হবে, তা না হলে লেখার দক্ষতা বাড়ানো কঠিন। (খ) নিয়মিত অনুশীলন যে কোন কাজকে নিখুঁত করে তোলে, এটি মূলত জীবনের যে কোন কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে লিখুন। অগ্রগতি ধীরে ধীরে হতে পারে। সপ্তাহ অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার লেখার মান ভালো হবেই। নিজের অগ্রগতি জানতে হলে মাস কিংবা বছর আগে আপনার লেখার নমুনা পড়ে দেখুন এবং পার্থক্য আপনি নিজেই অনুভব করতে পারবেন। (গ) আপনার লেখাটি উচ্চস্বরে পড়ুন, এ কৌশলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন আপনার লেখাটি জোরে জোরে পড়বেন, তখন বুঝতে পারবেন কোথাও কোন ভুল হয়েছে কিনা, লেখাটি অসম্পূর্ণ বা পুনরাবৃত্তিমূলক হয়েছে কিনা। পরে আপনার ভুলগুলো শুদ্ধ

করে লেখাটিকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন। (ঘ) একজন লেখক বা শিক্ষকের লেখার দক্ষতা উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই তার লেখার অভ্যাস এবং দক্ষতা বাড়াতেই হবে।

পড়ার সঙ্গে প্রথম বা প্রাইমার কথাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লেখাপড়ার সূচনা পাঠ বা প্রারম্ভিক পাঠই হলো প্রথম বা প্রাইমার। প্রাইমার হতে হবে শিশুবোধক। প্রথম বই অবশ্য বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য রচিত হয়। প্রাইমার শুধু ভাষা ব্যবহারের যৌক্তিক পথ দেখিয়ে দেয়। আর তা হলো পড়া ও লেখার পথ। পড়া ও লেখার দক্ষতা বিনির্মাণ করাই প্রাইমারের মূল উদ্দেশ্য। শিশু প্রথমত শুনতে শুনতে শেখে। বই পড়লে, পড়ে বুঝলে এবং বুঝে লিখতে পারলে সে শিক্ষা আরও শক্ত হয়।

শ্রেণীকক্ষে সহায়ক সামগ্রীর সবচেয়ে পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে সহায়ক পুস্তক, অনুশীলন খাতা, চার্ট, পোস্টার এবং শিক্ষকের আলোচনা-পর্যালোচনা। কোন লিখিত বিষয় সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য ভাষার যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, তাকে পড়া বা পঠন হিসাবে অভিহিত করা হয়। অক্ষর চিনে ভাষায় লিখিত রূপ দেওয়া, মনের অনুশীলনের মাধ্যমে অর্থ অনুধাবন করার মধ্য দিয়ে পঠন বা পড়া সম্পন্ন হয়। পড়ার মূল বিষয় হলো দেখা, মনের চোখ দিয়ে দেখা, অনুধাবন করা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারা এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা। পড়া বা পঠন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধ হয়, তাকে ঘটনার উৎস খুঁজে বের করতে অনুপ্রাণিত করে। পড়ার ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের জন্য শিশুকে অক্ষর পরিচিতি প্রদান করতে হয়, তার শব্দ-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে হয়। এটি করা সম্ভব বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি ও শব্দানুক্রমিক উভয় পদ্ধতিতে।

হাতের লেখা খারাপ হলে তা পাঠককে আকৃষ্ট করে না। বিশেষত শিক্ষার্থীদের জন্য হাতের লেখা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তা পরীক্ষায় নাম্বারপ্রাপ্তিতে ভূমিকা রাখে। হাতের লেখার চর্চা ছোট থেকে করতে হয়। অবশ্য বড় হওয়ার পরও কিছু কৌশল অনুসরণ করে হাতের লেখা ভালো করার সুযোগ আছে। (১) সুন্দর হাতের লেখা দেখে দেখে অভ্যাস করা (২) এক প্যারা থেকে আরেক প্যারার মাঝে এক ইঞ্চি ফাঁকা রাখা (৩) বামে ও পরে সোয়া এক ইঞ্চি ফাঁকা রাখলে হাতের লেখা সুন্দর দেখায় (৪) প্রি-প্রাইমারী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হাতের লেখা দ্রুত করার দিকে জোর না দিয়ে সুন্দর করার ওপর জোর দেওয়া উচিত।

বাংলা ও ইংরেজী লাইন টানা খাতায় লেখা চর্চা করানো উচিত। (৫) প্রাইমারী পর্যায়ে হাতের লেখার পরিষ্কার ও সুন্দর করার পাশাপাশি দ্রুত করার ওপরও জোর দিতে হবে। অক্ষরগুলো যেন খুব ছোট না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

অবুঝ শিশু অবুঝ প্রাণীর মত অরক্ষিত, নির্ভরশীল। আমরা অনেকে মনে করি, শিশুদের লেখাপড়া শেখানো কি এমন কঠিন কাজ? আসলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, বাড়িতে একটি শিশু থাকলে কতজন তার দেখাশুনা করে। দুর্ঘটনামুক্ত রাখার জন্য অনেকের দৃষ্টি থাকে তার দিকে। শিশু জন্মের পর প্রথমে কান্নার মাধ্যমে তার চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করে। আবার হাত-পা নেড়ে হাসিমুখে তার তৃপ্তির আনন্দ প্রকাশ করে। এই কান্না বা চাহনির মাধ্যমে মা শিশুর আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা ইত্যাদি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা নেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু প্রথমে কাছের মানুষের সঙ্গে শব্দের মিল করতে শেখে, মা-বাবা ডাকতে শেখে। অনেক সময় অভিভাবকদের অজ্ঞতার কারণে এ সময় শিশুদের ওপর নেমে আসে নানা নির্যাতন। অনেক অভিভাবক মনে করেন শাসন না করলে শিশুরা বড় হয়ে মানুষ হবে না। শিশুর ক্ষুধা নেই অথচ তার সামনে খাবার নিয়ে যাওয়া হয়, জোর করে খাওয়ানো হয়, শিশু বমি করে দেয়। তারপরও জোর করে খাওয়ানো হয়। ফলে শিশুর জেদ বাড়তে থাকে। তার মধ্যে চাপা ক্ষোভ একদিন অন্যভাবে প্রকাশিত হয় যা সমাজের জন্য অমঙ্গলজনক।

শিশুর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বয়স হওয়ার আগেই পড়াশোনার জন্য অভিভাবকদের সীমাহীন ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হয়। শুরু হয় বাংলা, ইংরেজী, বর্ণমালা, সংখ্যা শেখানো ও লেখানোর তোড়জোর। শিশুর হাতের লেখা স্পষ্ট হতে শুরু হয় সাধারণত পাঁচ বছর থেকে। শিশুর প্রথম পাঠ বর্ণমালা হওয়ায় সে লেখাপড়ায় আনন্দ অনুভব করে না। ফলে লেখাপড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। দুই বছরের শিশু প্রথমে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বস্তুর নাম বলে। অনেক সময় নাম না বলতে পারলেও কিছু জিনিস চিনতে শেখে। অভিভাবকদের আদেশ পালনের মাধ্যমে অনেক জিনিস চিনতে ও নাম বলতে শেখে। তিন বছরের শিশুর ক্ষেত্রে ছোট ছড়া, বাস্তব চিত্র ও আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা শুরু করতে হবে। এ বয়সে শিশুরা রঙিন ছবিযুক্ত বই নাড়চাড়া করতে ভালোবাসে। প্রাণী মুক্ত ছবি দেখিয়ে পরিচিত জিনিসের নাম সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেয়া যায়। চারপাশের পরিবেশের বাস্তব জিনিস দেখিয়ে ধারণা দেওয়া যেতে পারে।

পরিবেশের রং, ফুল-ফল, গাছ তরকারি, ঘরের আসবাব, দৈনন্দিন সমাগ্রীর নাম শেখানো যেতে পারে।

চার বছরের শিশুকে মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের নাম, বাসস্থানের অবস্থান, আশপাশের এলাকার নাম শেখাতে হবে। নিজের হাতে খাওয়ার কৌশল, নিরাপদ থাকা, খোলা বা বাসি খাবারের খারাপ দিক সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। আগুন, পানি, বিদ্যুৎ, ধারালো অস্ত্র, ধুলাবালি থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। রাস্তায় চলাচলের নিয়ম সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। খাওয়া, গল্প, খেলা কিংবা বেড়াতে যাওয়ার সময় শিশুকে ফল-ফুল, মাছ, তরকারিসহ বিভিন্ন জিনিসের নাম ও ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। শিশুকে বেশি বেশি ইসলামী গল্প, ছড়া, কবিতার মাধ্যমে আনন্দময় পরিবেশে শেখাতে হবে। শিশু যা কিছু পারে তাই আঁকবে। এই আঁকার মাধ্যমে সহজ বর্ণগুলো লিখতে সাহায্য করতে হবে। কোন অবস্থায়ই ধারাবাহিকভাবে ক, খ, গ বা অ, আ, ই, নয়। যেমন সোজা দাগের মাধ্যমে আ শেখাতে পারি। দাগের সাহায্যে ত্রিভুজ, আঁকা শিখিয়ে ব, ও, ক লেখাতে পারি। পর্যায়ক্রমে বাবা, চাচা ইত্যাদি শব্দ শিশুকে বানান করে শেখাতে বা লেখাতে পারি। এভাবে আঁকার মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণ ও শব্দ শেখাতে পারি। জোর করে লেখানোর প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে শিশু পরিবেশের যত বেশি বস্তু বা জিনিস সম্পর্কে জানবে, সে শিশু তত বেশি জ্ঞানার্জন করবে।

শিশুর কলম ধরার বয়স যখন হবে, তখন সে সহজে দেখে দেখে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, ইংরেজী ও আরবী বর্ণমালা লিখে ফেলবে। অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে রেখে শিশুদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য স্বাধীন মতামত প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। এ বয়সে শিশু সবকিছু পারিবারিক পরিবেশ থেকে শেখে। এ জন্য অভিভাবকদের খারাপ অভ্যাসগুলো বর্জন করতে হবে। শিশুরা যে কোন বিষয়ে কৌতূহল প্রিয়। যে কোন বিষয় তারা নিজেরাই দেখতে, ধরতে ও শুনতে পসন্দ করে। এসব ক্ষেত্রে শিশুদের যদি উৎসাহ দেওয়া যায়, তবে তার নিজস্ব জ্ঞানের পরিধি বাড়ে। যেমন 'জাযাকাল্ল-হু খয়রান' বলা, উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া ইত্যাদি।

বড়দের সালাম দেওয়া, না বলে অন্যের জিনিস না ধরা, কুশলবিনিময় করা, সদা সত্য কথা বলা, জায়গামত জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলা ইত্যাদি বিষয়গুলো নীতি-নৈতিকতার সাথে জড়িত যা শিশুদের হাতে-কলমে জ্ঞানের মাধ্যমে শেখাতে হবে।

বিবর্তনবাদ ও মাযার পূজা

১ম পর্ব : বিবর্তনবাদ

(স্কুলে ক্লাস)

১ম দৃশ্য

ছাত্রবৃন্দ : (স্টেজে প্রবেশ করে বসে থাকবে)।

শিক্ষক : [(স্টেজে প্রবেশ করলে ছাত্ররা দাঁড়াবে) এটি আধুনিক যুগের নিয়ম যা হাদীছ সম্মত নয়]।

(শিক্ষক বলবেন) আজ আমি তোমাদের একটি নতুন বিষয়ে পাঠদান করব।

ছাত্রবৃন্দ : (উৎসুক হয়ে আনন্দের সাথে বলবে) বলুন স্যার!

শিক্ষক : আজ আমাদের পাঠের বিষয় 'জীবের বংশগতি ও বিবর্তন'। (চিত্র দেখিয়ে ৯ম-১০ম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বইয়ের ২৫৪ পৃষ্ঠায় জীবের বংশগতি ও বিবর্তন বুঝাতে গিয়ে শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং ও ম্যাকাক বানরের খুলির সাথে মানুষের খুলির একটি চিত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এতে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ কিভাবে অন্য জীব থেকে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। ২৭২ পৃষ্ঠায় চিত্র এঁকে দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে হাঁস, পাখি, গাছের মত মানুষও ব্যাকটেরিয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণীর মূল উৎস ব্যাকটেরিয়া। সেখান থেকে বানর হয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। যেটা বিজ্ঞানী ডারউইনের মতবাদ বলে পরিচিত। অর্থাৎ বিজ্ঞানী ডারউইন বুঝাতে চেয়েছেন যে, বানর থেকে পর্যায়ক্রমে আধুনিক মানুষের সৃষ্টি। ছাত্ররা তোমরা কি বুঝতে পেরেছ, কিভাবে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে?

রিফাত : স্যার, আমরা সোনামণি বৈঠকে শিখেছি আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)। আল্লাহ তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর পাঁজর থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের উভয়ের মাধ্যমে পৃথিবীতে মানব বংশধারা বিস্তার লাভ করেছে।

শিক্ষক : (রাগান্বিত হয়ে) না তোমাদের কথা ভুল। বরং বিজ্ঞানের কথাই ঠিক। আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা অনেক অজানা তথ্য পাচ্ছি।

বকর : স্যার, আমরা তো রিফাত যা বলেছে সেটাই জানি। তাহলে আগামীকাল বাদ আছর নওদাপাড়া মাদ্রাসায় সোনামণি বৈঠকে আসুন। আমরা পরিচালক ভাইয়ার সাথে বিষয়টি আলোচনা করি।

২য় দৃশ্য

(সোনামণিরা স্টেজে প্রবেশ করে বসে থাকবে)।

পরিচালক : (স্টেজে প্রবেশ করে সালাম প্রদান করবে এবং কুশলাদি জানবে।

রিফাত : ভাইয়া, আমার একটি প্রশ্ন আছে।

পরিচালক : কী প্রশ্ন? তাহলে বল।

রিফাত : আমরা ক্লাসে শিখেছি মানুষ নাকি বানর থেকে সৃষ্টি হয়েছে?

পরিচালক : মানুষ বানর থেকে সৃষ্টি হয়েছে একথা কুরআন-হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে আল্লাহ পাক আদম (*আলাইহিস সালাম*)-কে নিজ দু'হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*।

অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। কুরআন-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসাবেই যাত্রারম্ভ করেছে এবং আজও সেভাবেই তা অব্যাহত রয়েছে। অতএব গুহামানব, বন্যমানব, আদিম মানব ইত্যাদি বলে অসভ্য যুগ থেকে সভ্য যুগে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে বলে কিছু কিছু ঐতিহাসিক যেসব কথা শুনিয়ে থাকেন, তা অলীক কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। সূচনা থেকে এযাবত এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানুষ কখনোই মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না।

স্যার : ভাই আমরা তো ছাত্রজীবন থেকেই ডারউইনের মতবাদ পড়ে এসেছি এবং বিভিন্ন ক্লাসে সেটা পড়াচ্ছি।

পরিচালক : স্যার, ডারউইনের মতবাদে বিস্ময়কর কিছু নেই। এমনকি তিনি নিজেই নিজের মতবাদের সত্যতা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। এবিষয়ে ডারউইন নিজেই তার The origin of species বইয়ে বলেন, প্রজাতি সমূহ যদি অপর প্রজাতি সমূহ থেকে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয় ক্রমোন্নতির মাধ্যমে, তাহলে কি আমরা যত্রতত্র অন্তর্বর্তীকালীন আকৃতি দেখতে পেতাম না? সমস্ত প্রকৃতি সংশয়পূর্ণ নয় কেন? তার পরিবর্তে প্রজাতি সমূহকে আমরা নির্ভুলভাবে বর্ণিত দেখছি কেন? *(পৃ. ৮৫; বিবর্তনবাদ ২৮-২৯ পৃ.)*।

স্যার, চার্লস ডারউইন যে 'বিবর্তনবাদ' পেশ করেছেন, তা বর্তমানে একটি ভুয়া মতবাদ এবং তা প্রায় সকল বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যদিও কারো কারো মতে ডারউনের তত্ত্ব হল পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। অথচ ২০০৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী 'নিউইয়রর্ক টাইমস'-এর এক প্রতিবেদনে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ইউনিভার্সিটির ৫১৪ জন বিজ্ঞানী এই মতবাদের বিরুদ্ধে

একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করার খবর ছাপানো হয়েছে। যেখানে স্বাক্ষর করা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ৭৬ জন রসায়ন বিজ্ঞানী ও ৬৩ জন পদার্থ বিজ্ঞানী রয়েছেন।

স্যার : আজকে সোনামণি বৈঠকে বসে মানব সৃষ্টির আসল তথ্য জানতে পারলাম এবং আমার ভুল দূরীভূত হল।

পরিচালক : সঠিক বিষয়টি বুঝতে পারার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! আল্লাহ আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন আমীন।

উপস্থাপক : (দর্শকদের উদ্দেশ্যে) অতএব আজ এই বৈঠক থেকে সরকারের নিকট আমাদের দাবী থাকবে,

১. শিক্ষামন্ত্রী সহ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল স্তরে ঈমানদার ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিন এবং আধিপত্যবাদী শক্তির দোসরদের কবল থেকে মুক্ত রাখুন।

২. ২০১৩ সাল থেকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং ২০১৪ সাল থেকে মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় চালুকৃত ডারউইনের 'বিবর্তনবাদ' বিষয়কে পাঠ্যপুস্তক থেকে অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করুন।

৩. শিক্ষার সর্বস্তরে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করুন।

৪. বিশুদ্ধ আক্বীদার আলেমদের মাধ্যমে আক্বায়েদ-ফিক্বহ ও হাদীছের পাঠ্য সমূহ প্রণয়নের ব্যবস্থা করুন।

৫. নাস্তিক ও বস্তুবাদী কবি-সাহিত্যিকদের লেখনী সমূহ বাতিল করুন।

৬. নবীন শিক্ষার্থীদের রাতারাতি সবজান্তা বানানোর লক্ষ্য প্রত্যাহার করুন

উপস্থাপক : এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যার প্রণীত 'বিবর্তনবাদ' ও 'মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে' বই দু'টি পড়ুন এবং প্রচার করুন।

২য় পর্ব : কবরপূজা

(স্টেজে মাযার সাজানো থাকবে এবং মাযারের খাদেম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অভ্যর্থনার কাজে নিয়োজিত থাকবে)।

মাযারের প্রধান : (স্টেজে প্রবেশ করে গুরু গম্ভীরভাবে বসে থাকবে)

আরীফ : (স্টেজে প্রবেশ করত সিজদা করে বাবার কাছে প্রার্থনা করে বলবে) বাবা! আগামীকাল আমার পরীক্ষা, আমি যেন এ + পাই।

রফীক : বাবা আমার সন্তান নাই। আমাকে একটি সুসন্তান দাও! আমি জোড়া খাসি দিব।

আছিফ : বাবা আমি খুব অসুস্থ। আমি আপনার দরবারে মোরগ নিয়ে এসেছি। আমাকে সুস্থ কর।

মাযারের প্রধান : হক মাওলা, ইল্লাল্লাহ বলে চিৎকার করে সবাইকে ডাকবে। অতঃপর সবাই মিলে এক সাথে যিকির করা শুরু করবে।

জাফর (উগ্রপন্থী দাওয়াত দাতা) : (উগ্রভাবে চিৎকার করে বলবে) তোমরা সবাই জাহান্নামী। এগুলো কী করছ? তোমরা কেউ মুসলমান না।

মাযার পূরারীরা : সবাই তাকে আক্রমণ করতে আসবে।

(সোনামণি সদস্য আব্দুল্লাহ ও খালেদ একসাথে স্টেজে প্রবেশ করবে)

আব্দুল্লাহ : আপনারা হৈচৈ করেছেন কেন? কী হয়েছে?

রফীক : দেখুন, আমাদের পীর ছাহেব কবরে আছেন। তার নিকটে সিজদা করে চাইলে তিনি আমাদের অভাব পূরণ করবেন। অথচ ইনি আমাদেরকে কাফের, মুশরিক বলছেন।

আব্দুল্লাহ : আপনারা সবাই হৈচৈ বন্ধকরে চুপকরে বসুন। আজকাল কবরকে 'মাযার' বলা হচ্ছে। যার অর্থ সাক্ষাতের স্থান। কবরপূজারীদের ধারণা মতে জীবিত মানুষের সাথে সাক্ষাতের ন্যায় মৃত পীর-আউলিয়ারাও তাদের ভক্তদের সাক্ষাৎ দেন ও তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। অতএব 'মাযার' কথাটি শিরকী আক্বীদা প্রসূত এবং এই পরিভাষা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে গেছেন, '(নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে) তিনটি স্থান ব্যতীত সফর করা যাবে না, মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আক্বছা ও আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী)' *(বুখারী হা/১১৯৭)*। তিনি তাঁর উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেন, لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا 'তোমরা আমার কবরকে তীর্থস্থানে পরিণত করো না' *(আবুদাঊদ হা/২০৪২)*। মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি উম্মতকে সাবধান করে বলেন, لاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ 'সাবধান! তোমরা কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করে যাচ্ছি' *(মুসলিম হা/১২১৬)*। কবরের বদলে কোন গৃহে বা রাস্তায় বা কোন বিশেষ স্থানে মৃতের পূর্ণদেহী বা আবক্ষ প্রতিকৃতি নির্মাণ করে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা পরিষ্কারভাবে মূর্তিপূজার শামিল। যা স্পষ্ট শিরক এবং যা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

খালেদ : (জাফরকে উদ্দেশ্য করে) ভাই ইসলামে দাওয়াতের পদ্ধতি এমন কড়া ভাষায় নয়। আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনে। তিনি লোকদেরকে দাওয়াত দিতেন নম্র ভাষায়। বলা চলে যে, তাঁর এই বিনয়ী ব্যবহার ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ 'আর আল্লাহ্র রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হতে, তাহলে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

আরীফ : (কবর পূজারীর একজন) 'সুবহানাল্লাহ'! তোমাদের কাছ থেকে দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখলাম। আমি বাস্তব জীবনে আমল করব ইনশাআল্লাহ। তুমি এগুলো কোথা থেকে শিখলে?

আব্দুল্লাহ : আমি সোনামণি সংগঠনের সাপ্তাহিক বৈঠকে বসে এগুলো শিখেছি।

আছিফ : (কবর পূজারীর একজন) সোনামণি কী?

খালেদ : সোনামণি একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এ সংগঠন প্রতিষ্ঠান করেন। এ সংগঠনের মূলমন্ত্র হল : 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া'।

এ সংগঠনের রয়েছে ৫টি নীতিবাক্য যথা :

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

মাযার প্রধান : আমরা আজ থেকে মাযার ত্যাগ করে তওবা করলাম। তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

খালেদ ও আব্দুল্লাহ : আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

সাধারণ জ্ঞান

❖ **আল-কুরআন** (সূরা ফাতিহা)

১. মক্কায় নাযিলকৃত প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি? **উত্তর :** সূরা ফাতিহা।

২. ফাতিহা শব্দের অর্থ কী? **উত্তর :** মুখবন্ধ।

৩. সূরা ফাতিহায় কতটি আয়াত আছে? **উত্তর :** ৭টি।

৪. সূরা ফাতিহায় কতটি শব্দ আছে? **উত্তর :** ২৫টি।

৫. কোন সূরা ছালাতের প্রতি রাক'আতে পাঠ করতে হয়? **উত্তর :** সূরা ফাতিহা।

৬. সূরা ফাতিহাকে হাদীছে কী বলা হয়েছে? **উত্তর :** আস-সাব'উল মাছানী।

৭. কোন সূরাকে উম্মুল কিতাব বলা হয়? **উত্তর :** সূরা ফাতিহাকে।

৮. ছহীহ হাদীছে বর্ণিত সূরা ফাতিহার অন্যান্য নামগুলো কী কী?

উত্তর : ১. উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল)। ২. উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল)। ৩. আস-সাব'উল মাছানী (সাতটি বারবার পঠিতব্য আয়াত)। ৪. আল-কুরআনুল 'আযীম (মহান কুরআন)। ৫. আল-হামদু (যাবতীয় প্রশংসা)। ৬. ছালাত। ৭. রুক্বিয়াহ (ফুঁকদান)। ৮. ফাতিহাতুল কিতাব (কুরআনের মুখবন্ধ)।

❖ **গণিত**

১. ভাজক ও ভাগশেষের মধ্যে কী সম্পর্ক?

উত্তর : ভাজক সবসময় ভাগশেষের চেয়ে বড় হয়।

২. বন্ধনী ব্যবহারে কোন দিক থেকে হিসাব করতে হয়? **উত্তর :** বাম থেকে ডানে।

৩. বন্ধনী ব্যবহার করার সময় পর্যায়ক্রমে কিসের কাজ করতে হয়?

উত্তর : প্রথমে ভাগ তারপর গুণ এরপর যোগ এবং সবশেষে বিয়োগ।

৪. ছোট এর গাণিতিক প্রতীক কী? **উত্তর :** $<$

৫. বড় এর গাণিতিক প্রতীক কী? **উত্তর :** $>$

৬. গুণিতক কী?

উত্তর : কোন সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো ঐ সংখ্যার গুণিতক।

৭. কখন গুণিতকের ভাগশেষ থাকে না?

উত্তর : যে সংখ্যার গুণিতক, সেই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে গুণিতকের ভাগশেষ থাকে না। **যেমন :** ২ এর গুণিতক ৬, এখানে ৬ কে ২ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকে না। কিন্তু ৪ এর গুণিতক ৬ নয়, তাই ৬ কে ৪ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে।

সংগঠন পরিক্রমা

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২১' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ৭টি দেশের বিশ্বখ্যাত ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ বছরের অধ্যাপনাসহ মোট ৩২ বছর জ্ঞান সাধনার বিরল অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া (ঢাকা)। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, কুরআন-হাদীছের ভিত্তিতে একটি সুন্দর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে যারা বিজয় লাভ করবে তারা আনন্দ করবে। কিন্তু অহংকার করবে না। আর যারা বিজয় লাভ করতে পারেনি, তাদের সাময়িক দুঃখ থাকতে পারে, তবে নিরাশ হবে না। উভয়ের কাজ হচ্ছে আরো ভালো করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তিনি সোনামণিদের বলেন, তোমরা কুরআন-হাদীছের যে জ্ঞান অর্জন করছ, এর মধ্যেই সর্বোত্তম আদর্শ, দর্শন ও দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যেগুলো বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয় তার অধিকাশই পশ্চিমা দার্শনিকদের মতামত। অথচ সেখানে কুরআন-হাদীছের নাম নেওয়া হয় না। তোমরা বড় হয়ে মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করবে। পরিশেষে তিনি সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-অর রশীদ, 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-প্রধান চিকিৎসক ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন ও 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (খুলনা) প্রমুখ।

অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান এবং সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের ধন্যবাদ জানান।

সবশেষে সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, সন্তানরা আমাদের কাছে আমানত। সন্তান সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তিনি সূরা তাহরীমের ৬ আয়াত উল্লেখ করে বলেন, সন্তানকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করাই পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের প্রধান দায়িত্ব। এরপর দায়িত্ব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের।

কোমলমতি শিশুরা সঠিক পরিবেশ পেলে আদর্শ রূপে গড়ে উঠবে। তাকে সুন্দর পরিবেশ দিতে হবে। সঠিক ইসলামী শিক্ষা দিতে হবে। ঐ স্কুল-মাদরাসার কোন প্রয়োজন নেই যেখানে নাস্তিক্যবাদ শেখানো হয়। আমাদের ছেলেরা গড়ে উঠবে হক-এর পক্ষে বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন একেকটা স্ফুলিঙ্গের মত। তারা সর্বদা মধ্যপন্থী থাকবে। কখনোই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী নয়। অলসতা ও বিলাসিতা তাদের স্পর্শ করবে না। তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়বে। দেশী বা বিদেশী কোন বাতিল আদর্শের আলোকে নয়।

সবশেষে তিনি সম্মেলনের অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওনে'র সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্মেলনে পরিচালকদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহ ও বগুড়া যেলার সাবেক পরিচালক মাহবূব হাসান। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং ১৩টি যেলার নির্বাচিত সোনামণি প্রতিযোগীরা ছাড়াও অন্যান্য বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলনে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মামূন (বগুড়া) ও জাগরণী পরিবেশন করে নাযীফ মুহসিন (কুমিল্লা)। সম্মেলনে 'সোনামণি'

সদস্যরা 'বিবর্তনবাদ ও মাযারপূজা' বিষয়ে পরপর দু'টি মনোজ্ঞ 'সংলাপ' পরিবেশন করে। অতঃপর 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২১'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আবু রায়হান।

উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১১৪ জন বালক ও ৬৩ জন বালিকা সহ মোট ১৭৭ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় মোট ৪৭ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। বালকদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা মারকাযের বালক শাখায় এবং বালিকাদের কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা মারকাযের বালিকা শাখায় তথা মহিলা মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম সমূহ উল্লেখ করা হল।-

গ্রুপ-ক :

১. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা ফাতিহা ও ইখলাছ এবং ১০টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : কামরুল হাসান (রাজশাহী), ২য় : আরাফাত (বগুড়া), ৩য় : ইমরান আলী (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

বালিকা : ১ম : তামান্না খাতুন (সাতক্ষীরা), ২য় : উম্মে হাবীবা (কুষ্টিয়া), ৩য় : ইশরাত (বগুড়া)।

২. দো'আ (বিভিন্ন বিষয়ক ৩০টি দো'আ) :

বালক : ১ম : তামীম আহমাদ (কুমিল্লা), ২য় : সামীউল্লাহ (মেহেরপুর), ৩য় : রাজ মাহমূদ (দিনাজপুর)।

বালিকা : ১ম : সা'দিয়া জান্নাত (বগুড়া), ২য় : সা'দিয়া (বগুড়া), ৩য় : নাসীফা মুবাশ্বিরা (রাজশাহী)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

বালক : ১ম : রিয়াযুল ইসলাম (বগুড়া), ২য় : ছিয়াম আহমাদ (বগুড়া), ৩য় : মুহাম্মাদ রবীউল হাসান (বগুড়া)।

বালিকা : ১ম : মীম আখতার (বগুড়া), ২য় : তাছনিয়া (রাজশাহী), ৩য় : হাবীবা (কুমিল্লা)।

গ্রুপ-খ :

৪. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ (২৪ ও ২৫তম পারা)

বালক : ১ম : আব্দুল্লাহ জাসিম (কুমিল্লা), ২য় : মুহাম্মাদ বাপ্পী (বগুড়া), ৩য় : অলিউল্লাহ (রাজশাহী)।

বালিকা : ১ম : ফাতেমা (মেহেরপুর), ২য় : তাযমীন খাতুন (বগুড়া), ৩য় : সাবা (রাজশাহী)।

৫. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা কাহফ ১০৭-১১০ আয়াত এবং ১৫টি হাদীছ)।

বালক : ১ম : নাজমুছ ছাকিব (সাতক্ষীরা), ২য় : মুহাম্মাদ মামূন (বগুড়া), ৩য় : খুবায়েব (কুমিল্লা)।

বালিকা : ১ম : আনীকা তাসনীম (রাজশাহী), ২য় : সামিয়া আখতার (বগুড়া), ৩য় : হুমায়রা (সাতক্ষীরা)।

৬. জাগরণী :

বালক : ১ম : নাযীফ মুহসিন (কুমিল্লা), ২য় : হাবীবুর রহমান (বগুড়া), ৩য় : মুহাম্মাদ গোলাম রাব্বী (রাজশাহী)।

বালিকা : ১ম : আসমা খাতুন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ২য় : উম্মে কুলছূম জান্নাত (বগুড়া), ৩য় : সামিয়া সুলতানা (বগুড়া)।

৭. সাধারণ জ্ঞান :

বালক : ১ম : নাহিদ হাসান (নওগাঁ), ২য় : রিফাত (কুমিল্লা), ৩য় যৌথভাবে : মুহাম্মাদ শাহরিয়ার (রাজশাহী) এবং মুছ'আব (ঢাকা)।

বালিকা : ১ম : মায়মূনা আনীকা (কুমিল্লা), ২য় : মারিয়া আখতার (কুমিল্লা), ৩য় : রমিনা খাতুন (সিরাজগঞ্জ)।

৮. গঠনতন্ত্র ও সোনামণি প্রতিভা (পরিচালকদের জন্য) :

১ম : আব্দুর রহীম (সিরাজগঞ্জ), ২য় : আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (সাতক্ষীরা), ৩য় যৌথভাবে : ইয়াসীন আরাফাত (মেহেরপুর) এবং শহীদুল ইসলাম (রাজশাহী)।

সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন : সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'সোনামণি'র ২০২১-২৩ সেশনের পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের নাম ঘোষণা করেন এবং বাদ মাগরিব তাদের শপথ নেন।

২০২১-২৩ সেশনের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের তালিকা

ক্র.	নাম	দায়িত্ব	যেলা
১	ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	পরিচালক	রাজশাহী
২	রবীউল ইসলাম	সহ-পরিচালক	নওগাঁ
৩	মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম	সহ-পরিচালক	রাজশাহী
৪	মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন	সহ-পরিচালক	সিরাজগঞ্জ
৫	আবু রায়হান	সহ-পরিচালক	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৬	নাজমুন নাঈম	সহ-পরিচালক	সাতক্ষীরা
৭	মুহাম্মাদ আবু তাহের	সহ-পরিচালক	সাতক্ষীরা

'সোনামণি'র' ২০২১-২৩ সেশনের জন্য যেলা সমূহের কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন যেলা সফর করেন। পুনর্গঠিত যেলা সমূহের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে উল্লেখ করা হল।-

যেলার নাম ও গঠনের তারিখ	পরিচালক	সহ-পরিচালকবৃন্দ
মেহেরপুর তারিখ : ২৬.১০.২১	মাহফূযুর রহমান	১. ছালাহুদ্দীন ২. আবু সাঈদ ৩. তরীকুল ইসলাম ৪. আফরোজুল ইসলাম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর তারিখ : ২৬.১১.২১	ইয়াকূব আলী	১. শাহজাহান আলী ২. শহীদুল ইসলাম ৩. সারওয়ার জাহান ৪. নাজমুল হুদা
রাজশাহী সদর তারিখ : ০২.১২.২১	ইমরুল কায়েস	১. নাজমুল হক ২. (ক) মুদ্দাছির ছাকিব খ. ইয়াসীন আরাফাত ৩. আবু জাহিদ ৪. (ক) রাসেল আহমাদ খ. জাহিদুল ইসলাম
রাজশাহী-পূর্ব	মুহাম্মাদ ফযলুল হক্ব	১. মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম ২. আলাউদ্দীন ৩. মাহমূদুল

তারিখ : ০২.১২.২১		হাসান ৪. মুহাম্মাদ আল-আমীন
রাজশাহী-পশ্চিম তারিখ : ০২.১২.২১	মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	১. মুহাম্মাদ ইমাম হোসাইন ২. মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান ৩. রনজু আহমাদ ৪. মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
নওগাঁ তারিখ : ০৮.১২.২১	জাহাঙ্গীর আলম	১. মামূনুর রশীদ ২. সিরাজুল ইসলাম ৩. মীযানুর রহমান ৪. মি'রাজুল ইসলাম
কুষ্টিয়া-পূর্ব তারিখ : ২৩.১২.২১	রাজীব আহমাদ	১.আব্দুল ওয়াহেদ ২. খায়রুয্যামান ৩. মুহাম্মাদ তানজীম ৪. মুনীরুল ইসলাম
কুষ্টিয়া-পশ্চিম তারিখ : ২৩.১২.২১	রবীউল ইসলাম	১. মুহাম্মাদ সজীব ইসলাম ২. ইউনুস আলী ৩. শরীফুল ইসলাম ৪. শাহাদাত আলী
চুয়াডাঙ্গা তারিখ : ২৩.১২.২১	সাঈদুর রহমান	১. মুনীরুল ইসলাম ২. খালিদ হাসান ৩. মিনারুল ইসলাম ৪. মুহাম্মদ মুসলিম
রাজবাড়ী তারিখ : ২৪.১২.২১	আব্দুল্লাহ ত্বহা	১. মুহাম্মাদ ইমরান খান ২. মুহাম্মাদ আসাদ ৩. মুহাম্মাদ শামীম ৪. জাহিদুল ইসলাম

উক্ত কমিটি গঠন উপলক্ষে যেলাসমূহে সফরকারী দায়িত্বশীলদের মধ্যে ছিলেন 'সোনামণি'র'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন, আবু রায়হান, নাজমুন নাঈম ও মুহাম্মাদ আবু তাহের।

রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী ২৪শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার পাংশা থানাধীন রঘুনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাকবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলাম ও নাজমুন নাঈম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী।

স্মৃতির আয়নায় অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর '১২ হতে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে 'সোনামণি'র মুখপত্র 'সোনামণি প্রতিভা'। ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৪ থেকে অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম এ পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক মনোনীত হন। উপদেষ্টা সম্পাদকগণ সাধারণতঃ পত্রিকার প্রুফ দেখেন না। বরং বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর নাম সংযুক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি পত্রিকাটির ফাইনাল প্রুফ দেখাসহ গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিত্ব। ছোট ছোট ভুল আমাদের চোখ ফাঁকি দিলেও তাঁর চোখ ফাঁকি দিতনা। তিনি আমাদের ডেকে ভুল ধরিয়ে দিতেন। সেগুলো ঠিকমতো সংশোধন করলাম কিনা সে বিষয়টিও ফোন করে জেনে নিতেন। তথ্য যাচাইয়ের জন্য মূল উৎস দেখার ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব দিতেন। বানান শুদ্ধ করার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারের লেখনী অনুসরণ করতে বলতেন।

কোন লেখা মানসম্মত না হলে বাদ দিতে বলতেন। কেন এ লেখা ছাপানো যাবে না তার চমৎকার ব্যাখ্যা দিতেন। ফলে লেখা চয়ন করার ব্যাপারে আমরা সুন্দর ধারণা পেতাম। কোন সংখ্যায় তুলনামূলক ভুল বেশি হলে রাগ করতেন। ফলে ভুলের সংখ্যা কমানোর ব্যাপারে খুব যত্নবান থাকতাম। তাঁকে প্রুফ দেখানোর আগে সম্পূর্ণ পত্রিকা ভালোভাবে দেখে নিতাম। যাতে তার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব সুন্দরভাবে দিতে পারি।

সোনামণি প্রতিভাকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালো বাসতেন। শত ব্যস্ততার মধ্যেও কোন সংখ্যার প্রুফ দেখা তিনি বাদ দেননি। প্রতিভার প্রতি তাঁর আন্তরিকতা এতো ছিল যে, অসুস্থতার কারণে বসে থাকার মতো শক্তি নেই তখনও মাদ্রাসার মেহমানখানায় শুয়ে শুয়ে প্রুফ দেখেছেন। এমনি একজন দক্ষ ও দূরদর্শী ব্যক্তির পরশ থেকে বঞ্চিত হল সোনামণি প্রতিভা। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম কোলন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৪ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার পশ্চিম পার্শ্বস্থ আবাসিক ভবনের ১০৬ নং কক্ষে মৃত্যুবরণ করেন (*ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজি'ঊন*)।

আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

যে কারণে শিশুর মেযাজ খিটখিটে হয়

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

শিশু হোক আর প্রাপ্তবয়স্ক, সবার জন্যই পর্যাপ্ত পানি পান করা অত্যন্ত যরূরী। তবে শিশুরা সব সময়ই একটু নাজুক। তাই তাদের ব্যাপারে চিন্তাও থাকে বেশি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দিনে অন্তত ২ থেকে ৩ লিটার পানি পান করা উচিত। তবে শিশুদের ক্ষেত্রে হিসাবটা অন্যরকম।

সাধারণত একটা শিশুর শরীরের ৭৫ ভাগ পানি থাকে। অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ প্রায় ১৫ শতাংশ কমে যায়। অর্থাৎ তখন পরিমাণটি দাঁড়ায় ৬০ ভাগে।

আমাদের দেশে শিশুদের দিনে ১.১ লিটার থেকে ১.৩ লিটার পানি পান করলেই চলে। এটি ৪ থেকে ৮ বছরের শিশুদের জন্য প্রযোজ্য। ৯ থেকে ১৩ বছর বয়সী মেয়ে শিশুদের ১.৩ থেকে ১.৫ লিটার এবং একই বয়সী ছেলেদের ১.৫ লিটার থেকে ১.৭ লিটার পানি পান করতে হবে। অন্য দেশে আবহাওয়ার কারণে এ নিয়মটা পাল্টে যাবে।

অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা পানি পান করতে চায় না। সে ক্ষেত্রে দুধ, ডাবের পানি, ফলের রসজাতীয় তরল পানীয় দেয়া যেতে পারে। কেননা আসল উদ্দেশ্য বাচ্চাটির শরীরে তরল পদার্থ প্রবেশ করানো।

পানির অভাবে শিশুদের মেযাজ খিটখিটে হয়ে যেতে পারে। পড়াশোনাসহ যে কোন কাজে মনোযোগ দিতে অসুবিধা হতে পারে। ত্বক শুষ্ক হয়ে ফাটতে শুরু করার পাশাপাশি কনস্টিপেশনের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

খেয়াল রাখাতে হবে, শিশুকে জোর করে যেন পানি পান করানো না হয়। এতে পানির প্রতি অরুচি ধরে যায়।

শিশুরা একসঙ্গে বেশি পানি পান করতে পারে না। তাই সারা দিনে অল্প অল্প করে বারবার পানি পান করাতে হবে। ঘুম থেকে ওঠার পর, ঘুমাতে যাওয়ার আগে, স্কুল থেকে ফেরার পর, বিকেলে খেলতে যাওয়ার আগে ও পরে পানি পান করানোর চেষ্টা করুন।

[দৈনিক ইনকিলাব, অনলাইন ডেস্ক, ৩১শে অক্টোবর ২০২১]

ভা ষা শি ক্ষা

পেশা ও পেশাদার
Occupation مِهْنَةٌ

মুহাম্মাদ আবু তাহের
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

ডাক্তার - طَبِيْبٌ - Physicion (ফিজিশন)

ডাকাত - لِصٌّ - Robber (রবার)

তাঁতী - حَائِكٌ - Weaver (উইভার)

দর্জি - خَيَّاطٌ - Tailor (টেইলর)

দালাল - سِمْسَارٌ - Broker (ব্রোকার)

ধাত্রী - مُوَلِّدَةٌ - Midwife (মিডওয়াইফ)

ধোপা-غَسَّالٌ-Washeman (ওয়াশারম্যান)

নাপিত - حَلَّاقٌ - Barber (বার্বার)

পুলিশ-شُرْطِيٌّ-Policeman (পলীসম্যান)

বক্তৃতা - خُطْبَةٌ - Lecture (লেকচার)

বৈজ্ঞানিক-عَالِمٌ-Scientist (সাইয়েনটিস্ট)

ব্যবসা - تِجَارَةٌ - Business (বিজনিস)

ভিক্ষা - سُؤَالٌ - Begging (বেগিং)

ভিক্ষুক - سَائِلٌ - Beggar (বেগিং)

মাঝি - نُوْتِيٌّ - Boatman (বৌটম্যান)

মুচি - سَكَّافٌ - Cobbler (কব্‌লার)

ক্বুইজ

১. নিশ্চয় শয়তান কোন ঘর থেকে পালায়ন করে?

উঃ.....

২. ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের সৌভাগ্যবান হবে কোন ব্যক্তি?

উঃ.....

৩. আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?

উঃ.....

৪. কোন জিনিস কারো জন্য অপেক্ষা করে না?

উঃ.....

৫. কোন সূরা ছালাতের প্রতি রাক'আতে পাঠ করতে হয়?

উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২২।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) তার রাত্রি জাগরণ সত্ত্বর তাকে ঐ কাজ থেকে বিরত রাখবে **(২)** এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমিয়ে যাওয়া এবং এশার ছালাতের পর কথা বলা **(৩)** ৫টি **(৪)** যে খাবারে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়নি **(৫)** মায়ের দুধ খেতে দিতে হবে।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : ছাবীহা আখতার, ষষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : উম্মে কানিয সুমাইয়া
ঠাকুরগাঁও।

৩য় স্থান : আফিয়া তাসনীম মাইশা, ষষ্ঠ (ক)
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
মোবাইল : .....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।